সীমান্ত কথা-৭

মখদুম আজম মাশরাফী

কলকাতায় যারা গর্ব করে ঢাকাইয়া ভাষা বলেন তারা চিরকালই ছেড়ে আসা দেশের ভালবাসা বুকে ধরে থাকেন। তাদের অবহেলায় আর অপাঙতেয় হয়ে থাকার সহ্য ক্ষমতাকে প্রশংসা না করে পারা যায়না। তাদের বহিরঙ্গের সাহসী স্বভাবের ভেতরে ডুকরে ওঠা স্বত্বার খবর জানা ততটা সহজ নয়। প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সারা জীবন সেই ঢাকা প্রীতিরই ইতিহাস। তিনি নিজেকে চিরকাল 'ঢাকার ভানু' বলে পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করতেন। কলকাতায় অভিবাসী ময়মনসিংহের বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের দেশপ্রীতির স্বততঃ প্রকাশ ছিল তার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার স্বাচ্ছন্দবোধ থেকে। কলকাতার জনারণ্যে পথচলতে বা ট্রামে বাসে মাঝে মাঝেই কানে আসে পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষার অনুরনন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম কবি ও লেখক। তার জন্মস্থান ফরিদপুরের নাড়ীর যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। যৌবন ও জীবনের সিংহ ভাগ কলকাতায় কাটিয়েছেন বলে জন্মসূত্রের স্মৃতি ধরে রেখেছেন কিন্তু হয়ে উঠেছেন শুধু মাত্র বাংলার সন্তান, এপার ওপার হয়ে গেছে তার কাছে একাকার। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শৈশব কেটেছে বর্ধমানের চুরুলিয়ার মক্তবে। তার পরিবারের অনেকেই পূর্ব ও পশ্চিমের উভয় পারের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর মানুষ কিন্তু শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে আছে তার আত্মিক ঠিকানার অবস্থান।

সাবেক মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর বাড়ী ঢাকায়, বাংলাদেশে। ঔপন্যাসিক নীহাররঞ্জন এপার বাংলার মানুষ। প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনদের আদিবাস ছিল পাবনায়। আবার ঢাকা চিত্রলোকের জনপ্রিয় অভিনেতা রাজ্জাক এসেছেন টালিগঞ্জ থেকে।

নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের শৈশব কৈশোর কেটেছে তার পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জে। ঢাকার শওকত ওসমান এসেছেন কলকাতা থেকে। সুরসম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমদ বাঙ্গালী মুসলিম রেঁনেসার পুরোধা সৈনিক শিল্পী। তিনি একদিকে লড়েছেন কলকাতা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে হিন্দু আধিপত্যবাদের একচ্ছত্র বলয়ে মুসলিম অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি নিজেকে বাঙালি ভাবতেই সঙ্গত মনে করতেন। তিনি তৎকালিন বাঙ্গালী পোষাক ধুতি জামা বা পাঞ্জাবী পরতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। কিন্তু হিস্ মাস্টার্স ভয়েসে গান রেকর্ড করার সময় তার মুসলমান নাম বদলিয়ে হিন্দু নাম ব্যবহার করার পরামর্শকে তিনি সসন্মানে প্রত্যাখান করেছিলেন। তিনি কাসেম মল্লিককে 'কে মল্লিক' নামে রেকর্ডে ব্যবহার করার হিস মাষ্টার্স ভয়েসের উদাহরনকে সঠিক মনে করেননি। অন্যদিকে দেশবিভাগের আগে ডোমারে তার বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় গ্রামের লোকেরা তাঁর সঙ্গীত চর্চা সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিরুপ সমালোচনা করলে তাতে তিনি ক্ষুন্ন হন ও বিয়ের আসর ছেড়ে গিয়ে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় ভবনে আশ্রয় নেন। আমার দাদু আমার চাচা ও দাদুর ছোট ভাইদের পাঠিয়ে তার মান ভঞ্জন করে ফিরিয়ে আনেন। এ ছাড়াও তিনি রাজনৈতিক জনসভায় উপস্থিত হয়ে তার জনপ্রিয় গান শোনাবার আগে শ্রোতাদের তার সাথে দু' রাকাত নামাজ পড়ার শর্ত দিলে সবাই তা খুশী মনে গ্রহন করতেন। এতে কু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মানুরাগীরাও ক্রমে তার সাথে নামাজে যোগ দিতেন। বিভাজনের সেই সংকীর্ণ চিন্তার কালে তিনি জনসভায় গেয়ে বেড়াতেন ,.." ও ভাই হিন্দু মুসলমান..... ভুল পথে চলি দোঁহারে দুজনে করো না কো অপমান....।" তাঁর 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' আত্মজীবনীতে বিধৃত আছে এই সব কথা। সেই বিভাজন বিরোধী ধর্মপ্রাণ ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জনপ্রিয় শিল্পীকেও তার জন্মস্থান, দেশ-গ্রাম, পরিচিত বহুজন ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে এপার বাংলায়। তারপর চিরকাল থেকেছেন উন্মুল জীবনের যন্ত্রনা বুকে করে।

ওপার বাংলায় পথ চলতে কল্পনায় বিভাগ পূর্ব বাংলার দৃশ্য, জীবন, সমাজ বার বার মনে ভেসে উঠেছে। সহজেই অনুমেয় হয়ে উঠেছে জন্মভুমি ত্যাগী মানুষের কষ্ট বুকে নিয়ে বাঁচার যন্ত্রনা। এই শহরের কত না মানুষের আছে সেই ব্যথা, সেই স্মৃতি কে জানে। তার পরবর্তী প্রজন্মেরও আছে এক রহস্যময় স্মৃতি তাড়নার রুপকল্প তাদের হাহাকার

বিক্ষুব্ধ মনে। জন্ম এপারে হলেও, বাবা মা বা গুরুজনদের মুখে নিত্যদিন শুনেছে ওপারে তাদের শৈশব, কৈশোরের নস্টালজিক গল্প কথা, আনন্দ-স্মৃতিভরা হারানো দিনের বহু বিচিত্র কাহিনী। এ পারের জীবনের শেকড়হীন বাঁচার যে শূন্যতা সেখানে বারংবার ঘুরে ঘুরে এসেছে ফেলে আসা সময়ের সশরীরি স্বরন। এভাবে নতুন প্রজন্মের কৌতুহলী মনের কোমল আঙ্গিনায় পরতে পরতে বোনা হয়ে গেছে অদেখা জগতের এক বর্ণময় নক্সীকাঁথা। আর তাতে আরোপিত হয়েছে, রূপ, রস, গন্ধ আর সমীরণ। মন হয়ে পড়েছে কৌতুহলে চঞ্চল। কিন্তু যে গুরুজনেরা সে সময় ও পরিবেশ ফেলে এসেছেন তা তো বাস্তবে আর তেমনি নেই। সেকালের সেই মানুষগুলোর যে স্মৃতি-ছবি মনে গাঁথা আছে তা তো অপসৃত হয়েছে কালের অমোঘ নিয়মে। কিন্তু অবোধ মন তো তা মানতে চায় না। সেই কল্প-ছবির রূপস্মৃতিকে বুকে ধরেই মানুষ সান্তনা খোঁজে অসীম শূন্যতায়। আর তা সঞ্চারিত করে থাকে নতুন প্রজন্মের মানস চিত্রপটে আবেগ অনুভবের এক অপ্রতিরোধ্য ভাবাবেগে।

শেয়ালদায় ট্রেনে চেপে এপারে ফেরার পালা সেই একই পথ ধরে। ট্রেনে, সাইকেল রিক্সায়, তারপর সীমান্ত চেকপোষ্টের আনুষ্টানিকতা তারপর যশোর থেকে ট্রেনে রংপুর ফেরা। সীমান্তের এপারে সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটি যেন ক্রমশঃ ছায়ামেঘের মত ছেয়ে ফেলতে লাগলো আপাততঃ আনন্দ আলোয় ভরা মনের নীলাকাশটি। আবারও যেতে হবে সেই বাজারের মতো জায়গাটিতে ভাবতেই ক্ষীণ ব্যথা অনুভব করতে থাকলাম বুকের মধ্যে। ট্রেনের সেই জনবহুল কামরা। যেহেতু মূল স্টেশন থেকে শুরু করেছি যাত্রা। আমরা দু'জন আসন পেয়েছিলাম বসার। অনেক যাত্রির মতো দাঁড়িয়ে যেতে হয়নি। পুরুষোত্তমকে বলেছিলাম এপারে সতর্ক থাকতে যাতে অপ্রীতিকর বা বিপজ্জনক কোন অবস্থা সহজে এড়ানো যায়। আমরা দুজন কোলাহলময় ট্রেনে যথাসম্ভব নীচু স্বরে কথা বলছিলাম। বেশ সহজ হয়ে লাগছিল ক্রমশঃ পরিবেশ। হঠাৎ পাশে বসা ১৬-১৭ বছরের তরুন আমাদের জিজ্ঞেস করে বসলো, 'দাদা আপনারা কি জয়বাংলার মানুষ?" স্বাধীনতা যুদ্ধকালিন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় ছিল "জয় বাংলার মানুষ" হিসেবে। পরেও বেশ কিছুকাল সেটাই ছিল পরিচয়। তারপর ধীরে ধীরে শুরু হল প্রশ্নের অঝোর বৃষ্টি। 'কি অবাক আপনারা রংপুর থেকে?' আমার বাবা তো সেখান থেকেই চলে এসেছিলেন "পার্টিশনের" সময়। আপনি কি শালবন, সেনপাড়া, গুপ্তপাড়া চেনেন? ঐ কিশোরটির সঙ্গীও মহা উৎসাহে যোগ দিল এই 'সাক্ষাৎকার' অনুষ্ঠানে। তার বাবাও এসেছেন সেনপাড়া থেকে। ওখানেই ওদের পূর্বপুরুষের আদিবাস ছিল। "আমার বাবা উঠতে বসতে রংপুরের কথা বলেন। সেই কবে ছেড়ে এসেছেন দেশ, কিন্তু সেই বর্ণনায় কোন বিস্মৃতি নেই। যেন নিত্যদিন থেকেছে নতুন। বাবার কাছে কোন কিছুই রংপুরের মত ভাল হয় না। আচ্ছা দাদা রংপুর কি খুব সুন্দর? বাবার কাছে শুনে শুনে যেন মনে হচ্ছে আমরা সেখানে প্রায়ই যাই। আচ্ছা দাদা ওখানে কি যাওয়া যায় না? প্রাণ খুব চায় একবার গিয়ে দেখে আসি। বাবাকেও নিয়ে যাই সেখানে।' যেন এক নেশামগ্ন কৌতুহল, উত্তেজনা পেয়ে বসলো ঐ দু'জন কিশোরকে। হঠাৎ এক কোণ থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক ধমক দিয়ে উঠল। "আরে চুপ করুন মশায়। আমাদের ওখান থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন আপনারা। কেড়ে নিয়েছেন সব, দখল করেছেন বাড়ীঘর। আমার সেই ছোটবেলার কথা এখনও মনে আছে। বাবা মাকে নিস্ব করেছেন আপনারা মুসলমানরা।....'। সেই মানুষটির মুখ রক্তবর্ণ রাগে অভিমানে, উত্তেজনায়। যেন মৃদু কাঁপছেন ভদ্রলোক। আর্তনাদের মত করে বলেই চলেছেন এ সব। আমি পুরুষোত্তমের হাত চেপে ধরি। জিভে জিভ কাটি। কণ্ঠ ভয়ে শুকিয়ে আসতে থাকে। সারা কম্পার্টমেন্টে সবাই নিশ্চুপ। থম থমে। অন্যসব কোলাহল স্তব্ধ। শুধু সেই লোকটি তার বালক কালের বুকের ব্যথায় মুষড়ে উঠতে থাকে। আর অনর্গল বকে যেতে থাকে অভিযোগের ভঙ্গিতে আর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে। আমার চোখে ভেসে ওঠে একাত্তর সালে পাক-হানাদার বাহিনী আমাদের ডোমারের আশে পাশের এলাকায় অবস্থান নেয়ার আগে বিশেষতঃ হিন্দু পরিবারের সীমান্তের দিকে পালিয়ে যাবার সময় বারংবার লুণ্ঠিত হওয়ার দৃশ্য যা আমি নিজের চোখে অসহায় ভাবে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম সুযোগসন্ধানীরা তাদের গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত খুলে নিয়েছিল। দেখেছি একটা সাত-আট বছরের ছেলের হাত থেকে খাঁচায় ভরা একটি ঘুঘুটিকেও দৌড়ে এসে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে একটা ত্রিশোর্ধ লোককে। সেই ছোট্ট ছেলেটির মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার সে দৃশ্য আমি সারা জীবন ভুলতে পারবো না। সেই সঙ্গে নিরপায়, অসহায়, বিপদগ্রস্থ, আতংকিত তার বাবা মায়ের শুকনো ব্যথাতুর মুখ আমি কোনদিন ভুলব না। যখনই সেই স্মৃতি চোখে ভেসে ওঠে, সেই দুর্দিনের ব্যথাটি আজও এক তরল আগুনের মত সঞ্চারিত হয় আমার বুকে।

ট্রেনের কামরার নিস্তব্ধতায় যেন সেই ছবিরই অবতারনা হল আজ। সেই গড়াগড়ি দেয়া ছেলেটাই যেন আর্তনাদ করে কাঁদছে এই রাগতঃ লোকটি হয়ে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সেই পাশে বসা কিশোর দুটি। আমাদের শুকনো, শংকিত, অপরাধীর মত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ওরা নিজেদের দায়ী ভাবতে লাগল। ধমকের সুরে লোকটিকে প্রতিবাদ করে উঠলো। "আরে আপনি চুপ করুন মশায়। অনেক হয়েছে। এই সব করে করেই তো সর্বনাশ হয়েছে সবার। এদের কি দোষ। এরা তো এসেছেন এদেশে বেড়াতে। এদের আপনি ওসব কথা বলছেন কেন?"

লোকটি অভিমানী বালকের মত বন্ধ করলো বলা। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বসে পড়লো আসনে। যাত্রীরা এবারে মৃদু গুঞ্জনে কথা বলতে লাগলো নিজেদের মধ্যে। আমাদের স্টেশন এসে গেল তারপরই, সৌভাগ্য বশতঃ। কিশোর দুটি অত্যন্ত নম্রতার সাথে ক্ষমা চেয়ে বিদায় দিল আমাদের।

আবারও যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভয়ে ভয়ে সাইকেল রিক্সা করে পৌছালাম চেকপোষ্টে। তারপর যশোহর। ধর্ম, সম্প্রদায়, জাত, রাজনীতি, সমাজ এসব নিয়ে মানুষের বিপন্ন হওয়ার বুঝি শেষ নেই আজও। দৃশ্য কেবল বদলাচ্ছে কিন্তু কাহিনী নয়, সময় ও ইতিহাস যেন পুনরাবৃত্তি করেই চলেছে। আমরা কি কেউ নিচ্ছি কোন মানবিক শিক্ষা এ সব দুর্দিনের দুঃখ-ব্যথা থেকে?

লেখকের পরিচিতি জানতে উপরে তার ছবিতে টোকা দিন